প্রবৃত্তির অনুসরণ

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

প্রবৃত্তির অনুসরণ

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৫৯
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

اتباع الهوى

تأليف : محمد صالح المنجد

الترجمة البنغالية : محمد عبد المالك

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
যিলক্বদ ১৪৩৭ হি.
ভাদ্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
আগস্ট ২০১৬ খ্রি.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
২০ (বিশ) টাকা মাত্র

Probittir Onushoron by **Muhammad Saleh Al-Munajjid**, Translated into Bengali by Muhammad Abdul Malek. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আমরা সঊদী আরবের প্রখ্যাত ইসলামী বিদ্বান ও সুপ্রসিদ্ধ ফৎওয়া ওয়েবসাইট www.islamqa.com-এর কর্ণধার মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ *(জন্ম : রিয়ায, ১৯৬০ খ্রিঃ)* রচিত 'অন্তরের আমল সমূহ' (سلسلة أعمال القلوب) সিরিজের ৫নং পুস্তক اتباع الهوي -এর বঙ্গানুবাদ 'প্রবৃত্তির অনুসরণ' সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হ'লাম। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-য়ে ধারাবাহিকভাবে *(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ)* পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকে সম্মানিত লেখক الهوى বা প্রবৃত্তির সংজ্ঞা, প্রবৃত্তির অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা, প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণ ও ক্ষতিসমূহ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের উপকারিতা, প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রতিকার, প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় প্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন।

কুপ্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তি মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। এজন্য কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে। ফিৎনা-ফাসাদের উদ্রেককারী ও বুদ্ধি-বিবেককে ধ্বংসকারী প্রবৃত্তি মানুষকে পার্থিব জগতের চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের মায়াবী জালে আচ্ছন্ন করে তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। এজন্যই কুরআন মাজীদ ও হাদীছে নববীতে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রবৃত্তিপূজার কারণ সমূহের মধ্যে রয়েছে বাল্যকালে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত না হওয়া, প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে উঠাবসা, আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব, পার্থিব জগতের মোহ প্রভৃতি। প্রবৃত্তির অনুসরণের নানাবিধ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে পরকাল বিনষ্ট হওয়া, পথভ্রষ্টতা, জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাওয়া, শিরক ও বিদ'আত চালু হওয়া, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকলে জান্নাত লাভ করা যায় এবং দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

জনাব আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বইটি সুখপাঠ্য হিসাবে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইয়ের মাধ্যমে প্রবৃত্তির অনুসরণের ভয়াবহ পরিণাম অবগত হয়ে মানুষ তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে অন্তরের পরিশুদ্ধিতা অর্জন করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، أما بعد :

ভূমিকা (المقدمة)

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তা'আলার জন্য, আর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর বংশধর ও তাঁর ছাহাবীগণের উপর। অতঃপর প্রবৃত্তির অনুসরণ ভাল কাজ থেকে বাধা প্রদানকারী এবং বুদ্ধি-বিবেক নাশকারী। কেননা তা অসৎ চরিত্রের জন্ম দেয় এবং নানারকম মন্দ ও গর্হিত কাজ প্রকাশ করে। মানবতার পর্দা তাতে ছিদ্র হয়ে যায় এবং অসৎ কাজ ও পাপাচারের রাস্তা খুলে যায়।

এই প্রবৃত্তি ফিৎনা-ফাসাদের বাহন। আর দুনিয়া হ'ল পরীক্ষা গৃহ। সুতরাং হে পাঠক! আপনি প্রবৃত্তির পথ ছেড়ে দিন, শান্তিতে থাকবেন। দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ-ভালবাসা বাদ দিন, সাফল্য লাভ করবেন। দুনিয়া তার সৌন্দর্য ও মনোমুগ্ধকর জিনিসপত্র দ্বারা যেন আপনাকে কখনোই ফিৎনায় ফেলতে না পারে এবং খেল-তামাশা ও নিরর্থক কাজ-কর্মের প্রতি আসক্তি তৈরী করে আপনার প্রবৃত্তি যেন আপনাকে প্রতারিত করতে না পারে। কারণ খেল-তামাশার এই সময় তো এক সময় শেষ হয়ে যাবে; যুগের পরিক্রমায় আমরা যা কিছু উপভোগ করেছি মরণের ফলে একদিন তার সবই ফিরিয়ে দিতে হবে। কেবল প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আপনি যেসব হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছেন এবং যে গোনাহ সঞ্চয় করেছেন তাই আপনার জন্য থেকে যাবে।

প্রবৃত্তি মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই যে কোন শত্রুর তুলনায় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠিনভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া প্রতিটি মানুষের উপর ফরয। আবু হাযেম (রহঃ) বলেছেন, قَاتِلْ هَوَاكَ أَشَدَّ مِمَّا تُقَاتِلُ عَدُوَّكَ 'তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে তুমি যতটা না লড়াই কর, তার থেকেও ঢের বেশী লড়াই তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কর'।[১]

---

১. আবু নু'আইম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া ৩/২৩১।

এই প্রবৃত্তিই সকল ফিৎনা-ফাসাদের মূল এবং সকল বিপদ-আপদের কারণ। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন,

يَا نَفْسُ تُوْبِيْ فَإِنَّ الْمَوْتَ قَدْ حَانَا * وَاعْصِ الْهَوَى فَالْهَوَى مَا زَالَ فَتَّانَا

'হে মন! তুমি তওবা করো, কেননা মরণ তো অতি নিকটে। আর প্রবৃত্তির বাধ্য হবে না, কেননা প্রবৃত্তি তো সব সময় ফিৎনা সৃষ্টিকারী'।

খেয়াল-খুশীর অবস্থা যখন এই, তখন তার সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক, যাতে আমরা এই ভয়াবহ রোগ থেকে দূরে থাকতে পারি এবং তার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি।

আলোচ্য গ্রন্থে আমরা প্রবৃত্তির সংজ্ঞা, ক্ষতি, তার বিরোধিতার উপকারিতা, তার অনুসরণের কারণ বা উপকরণ প্রতিকারের উপায় এবং প্রশংসনীয় প্রবৃত্তি ও নিন্দনীয় প্রবৃত্তির পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করব।

এ গ্রন্থ রচনায় ও কাঙ্ক্ষিত আকারে তা প্রকাশে যে যে ক্ষেত্রে যারা যারা অংশ নিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিশেষে আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি কামনা করছি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণের সকলের উপর।

প্রবৃত্তির সংজ্ঞা :

প্রবৃত্তির আভিধানিক অর্থ : আরবী هَوًى শব্দটি هَوِىَ ক্রিয়ার ধাতু। আভিধানিক অর্থ হ'ল, কোন কিছুকে ভালবাসা, কাম্য বস্তু পাওয়ার প্রবল বাসনা।[২]

[বাংলা অভিধানে هَوًى (হাওয়া)-এর প্রতিশব্দ প্রবৃত্তি, খেয়াল-খুশী, নিয়ম ছাড়া ব্যাপার, স্বেচ্ছাচারিতা, খামখেয়ালী, অযৌক্তিক ইচ্ছা, কামনা, বাসনা, কুপ্রবৃত্তি, ভোগের পথ ইত্যাদি।[৩] এই পুস্তকে هَوًى শব্দের প্রতিশব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি এবং ক্ষেত্রবিশেষে কামনা-বাসনা ও খেয়াল-খুশী গ্রহণ করা হয়েছে।-অনুবাদক]

পরিভাষায় هَوًى বা প্রবৃত্তি : উপভোগ্য জিনিসের প্রতি শরী'আতের কোন অনুমোদন ছাড়াই মনের যে ঝোঁক তৈরী হয় তাকে هَوًى বা প্রবৃত্তি বলে।[৪] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'কাঙ্ক্ষিত জিনিসের প্রতি মনের ঝোঁককে هوى বা প্রবৃত্তি বলে'। এই ঝোঁক মানুষের মাঝে তার অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই সৃষ্ট হয়েছে। কেননা তার যদি খাদ্য, পানীয় ও বিবাহ-শাদীর প্রতি ঝোঁক ও আকর্ষণ না থাকত, তাহ'লে সে খানা-পিনা, বিয়ে-শাদী কোনটাই করত না। সুতরাং প্রবৃত্তি মনের চাহিদার প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। যেমন করে ক্রোধ অপ্রীতিকর জিনিস থেকে তাকে বিরত রাখে।[৫]

প্রবৃত্তির অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা :

শরী'আতের প্রমাণাদি দ্বিধাহীনভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করে। কুরআন-হাদীছে এসব প্রমাণ নানাভাবে নানা আঙ্গিকে বিধৃত হয়েছে। যেমন-

---

২. আল-মুগরাব ফী তারতীবিল মু'রাব ২/৩৯২।
৩. বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান।
৪. জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃঃ ৩২০।
৫. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৬৯।

১. কখনো প্রবৃত্তির অনুসরণ নিঃশর্তভাবে নিষেধ করা হয়েছে :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُواْ ‘ন্যায়বিচার করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না’ *(নিসা ৪/১৩৫)*। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا دَاوُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ‘হে দাঊদ! আমি তোমাকে এই যমীনে আমার খলীফা (শাসক) বানালাম। অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করো এবং কখনো খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, তেমন করলে তা তোমাকে আল্লাহ্র রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে’ *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*।

২. কখনো কাফির ও পথভ্রষ্টদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে : আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ‘হে রাসূল! তুমি ঐ সকল লোকের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না যারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে, যারা পরকালে অবিশ্বাস করে এবং তারা অন্য কিছুকে তাদের মালিকের সমকক্ষ মনে করে’ *(আন‘আম ৬/১৫০)*।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীকে কাফিরদের বলতে বলেছেন, قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ‘হে রাসূল! তুমি বল, আমি তো তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি না। যদি আমি তা করি তাহ’লে আমি তখন অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সত্যানুসারী দলের মাঝে থাকব না’ *(আন‘আম ৬/৫৬)*।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন, وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيْراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاءِ السَّبِيْلِ ‘তোমরা সেসব জাতির খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা আগেভাগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা অনেক লোককে পথহারা করে দিয়েছে আর তারা নিজেরাও সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে’ *(মায়েদাহ ৫/৭৭)*।

Contents

অন্যত্র তিনি বলেন, فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ 'সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেসব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তুমি তার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা কর এবং এ বিচারের সময় তোমার নিকট যে সত্য দ্বীন এসেছে তা থেকে সরে গিয়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*।

তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ '(হে নবী!) তুমি মানুষকে এ দ্বীনের দিকে ডাকতে থাক এবং এর উপরেই অবিচল থাকো, যেভাবে তোমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না' *(শূরা ৪২/১৫)*।

তিনি বলেন, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً 'তুমি এমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য করবে না যার হৃদয়-মনকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি, আর সে তার প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে শুরু করেছে এবং তার কাজকর্ম সীমালংঘনমূলক' *(কাহফ ১৮/২৮)*।

এসব আয়াতে মহান আল্লাহ কাফির-মুশরিকদের সাথে খেয়াল-খুশীর সম্পর্ক যোগ করেছেন। কেননা তাদের খেয়াল-খুশী সত্য হ'তে বিচ্যুত। পক্ষান্তরে মুমিনদের খেয়াল-খুশী তেমন নয়। কাফিরদের কামনা-বাসনা পুরোটাই বাতিল তথা অন্যায়ের উপর কেন্দ্রীভূত। অপরদিকে মুমিনদের কামনা-বাসনা উন্নত হ'তে হ'তে এক সময় তা আল্লাহ তা'আলার হুকুম মাফিক হয়ে যায় এবং নবী করীম (ছাঃ) আনীত দ্বীন বা জীবন বিধানের অনুগামী হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তার মন যখন কোন দিকে ঝুঁকে পড়ে তখন তা সুন্নাত ও আনুগত্য বলে গণ্য হয়, নিদেনপক্ষে তা মুবাহ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوْا أَهْوَاءَهُمْ 'যে ব্যক্তি তার মালিকের কাছ থেকে আসা সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল নিদর্শনের উপর রয়েছে তার সাথে এমন লোকদের তুলনা কীভাবে হবে যাদের চোখের সামনে তাদের মন্দ কাজগুলো শোভনীয় করে রাখা হয়েছে এবং তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৪)*।

৩. কখনো মন্দের সাথে জড়িত মন বা ব্যক্তিসত্তার দিকে প্রবৃত্তিকে সম্বন্ধ করে তার নিন্দা করা হয়েছে : আবু ইয়া'লা শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا 'অক্ষম-মূর্খ সেই ব্যক্তি যে নিজের মনকে তার প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তির কথামতো চলতে দেয়'।[৬]

৪. কখনো অন্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রবৃত্তির নিন্দা জানানো হয়েছে : হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيْرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ 'মানুষের মনে ফিৎনা বা গোমরাহী এমনভাবে ঢেলে দেওয়া হয় যেমন করে খেজুরের মাদুর বা পাটি বুনতে একটা একটা করে পাতা ব্যবহার করা হয়। যে মনে ঐ ফিৎনা অনুপ্রবেশ করে তাতে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। আর যে মন তা প্রত্যাখ্যান করে তাতে একটা সাদা দাগ পড়ে। এভাবে মনগুলো দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক. মসৃণ পাথরের মত সাদা মন, যাতে কোন ফিৎনা বা পাপাচার আসমান-যমীন বিদ্যমান থাকা অবধি কোনই বিরূপ ক্রিয়া করতে পারবে না। দুই. কয়লার ন্যায় কালো মন, যা উপুড় করা পাত্রের মত, না সে কোন ন্যায়কে বোঝে, না অন্যায়কে স্বীকার করে। তার খেয়াল-খুশী বা কামনা-বাসনা তাকে যেভাবে পরিচালনা করে সেভাবেই কেবল সে পরিচালিত হয়'।[৭] এখানে খেয়াল-খুশীকে হৃদয়ের সাথে সম্বন্ধিত করা হয়েছে।

---

৬. হাকেম, আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৪২৬০; মিশকাত হা/৫২৮৯, সনদ যঈফ।
৭. মুসলিম হা/১৪৪; মিশকাত হা/৫৩৮০।

প্রবৃত্তির অনুসরণ হেতু একজন মানুষ কখন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য :

প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসা মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একটি বিষয়। না সে তার থেকে আলাদা হ'তে পারে, না তাকে পরিত্যাগ করতে পারে। মহান আল্লাহ মানুষকে প্রবৃত্তি ও লালসার তাড়না দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তবে কি প্রবৃত্তি ও লালসার উদ্রেক যখনই হবে তখনই সেজন্য মানুষকে শাস্তি পোহাতে হবে? মানুষ কি তার হৃদয়-মন থেকে প্রবৃত্তি বের করে দিতে শরী'আতের দাবী অনুযায়ী বাধ্য? নাকি তার কিছু নিয়মনীতি ও সীমানা রয়েছে?

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন, 'খোদ প্রবৃত্তি ও লালসার জন্য কোন শাস্তি পোহাতে হবে না। বরং তার অনুসরণ ও তার কথামত কাজ করার দরুন শাস্তি পোহাতে হবে। সুতরাং মন প্রবৃত্তির পেছনে চলতে চাইবে আর ব্যক্তি মনকে তার থেকে বিরত রাখলে তখন তার এ বিরত রাখাই আল্লাহ্র ইবাদত ও নেক কাজ বলে গণ্য হবে'।[৮]

একজন সত্যবাদী মুসলিমের অবস্থাতো এটাই। তার মন সর্বদা তাকে এটা ওটা করতে হুকুম করবে আর সে বরাবর তা করতে অস্বীকার করবে এবং তার লালসার অপকারিতার শিকার হওয়া থেকে তাকে বিরত রাখবে। মন তাকে প্রবৃত্তির যেসব বিষয় লাভে উদ্বুদ্ধ করবে সেসব ক্ষেত্রে সে তার প্রতিপালকের মুখোমুখি দাঁড়ানোকে ভয় করবে। এমন মানুষ অবশ্যই ভাল প্রতিফল পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى– 'আর যে ব্যক্তি তার মালিকের সামনে (হাশরের ময়দানে) দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং (সেই ভয়ে নিজের) মনকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা' *(নাযি'আত ৮০/৪০-৪১)*।

সুতরাং খেয়াল-খুশী মনে উদয় হ'লেই সেজন্য শাস্তি দেওয়া হবে না; সেটা কাজে পরিণত করা ব্যতীত। মানুষ যখন কোন পাপ কাজের বাসনা করবে এবং মনে মনে তা কামনা করবে, তারপর বাস্তবে তা রূপায়িত করবে তখন তার খেয়াল-খুশী ও কাজের উপর হিসাব গ্রহণ করা হবে। আবু হুরায়রা

---

৮. মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৬৩৫।

Contents

(রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ 'আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একাংশ নির্ধারিত আছে; যা সে অবশ্যই পাবে। চক্ষুদ্বয়ের যেনা হ'ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। কর্ণদ্বয়ের যেনা হ'ল শ্রবণ করা, জিহ্বার যেনা হ'ল আলোচনা করা, হাতের যেনা হ'ল স্পর্শ করা এবং পায়ের যেনা হল এ কাজে পা চালানো, মন (যেনা করতে) গভীরভাবে কামনা করবে, তারপর যৌনাঙ্গ তা সম্পন্ন করার মাধ্যমে হয় তা সত্য প্রমাণ করবে, নয় তা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে মনের কামনাকে মিথ্যা প্রমাণ করবে'।[৯]

প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণ সমূহ :

প্রবৃত্তির অনুসরণের পিছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। এসব কারণেই মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। প্রশ্ন জাগে, মানুষ কেন তাদের খেয়াল-খুশীর পিছনে চলে? কেনই বা তারা সত্য ও সরল পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? এর পিছনে আসলে অনেক কারণ রয়েছে। যথা-

১. শৈশবকালে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত না হওয়া :

কখনো কখনো শিশু শৈশবে তার মাতা-পিতার কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা ও আদর পেয়ে থাকে। তারা তার সকল প্রকার আগ্রহে সাড়া দিয়ে থাকে। সে যা চায় তারা তার নিকট তা হাযির করে। এক্ষেত্রে তারা হালাল-হারাম, বৈধ ও নিষিদ্ধের কোন বাছবিচার করে না। শিশু যদি ফজর ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে তাহ'লে তারা বলে, 'এখনো বোধবুদ্ধি হাল্কা আর ঘুমকাতুরে, ঠিক আছে ঘুমাক'। ছেলেটা যখন কোন খেলনার বায়না ধরে অমনি তারা তার ব্যবস্থা করে দেয়। তাতে কোন গান-বাজনা আছে কি-না কিংবা কোন নির্লজ্জ দৃশ্য আছে কি-না সেদিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করে না। হয়তো দেখা যাচ্ছে কিশোর ছেলের জন্য রয়েছে একজন স্পেশাল ড্রাইভার, আবার কিশোরী মেয়ের জন্য রয়েছে অভ্যর্থনা কক্ষসহ

---

৯. মুসলিম হা/২৬৫৭।

খাছ কামরা। এভাবে একজন শিশু তার প্রবৃত্তি বা মর্যিমাফিক চলাফেরার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। সে যখন যা ইচ্ছা করে তাই পায় এবং করতে পারে। তাকে কোন বাধাদানকারী বাধা দেয় না। আবার কোন নিষেধকারী প্রশাসনও নিষেধ করে না। এভাবে বল্গাহীন অবস্থায় চলতে চলতে যখন সে বয়ঃপ্রাপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয় তখন তার লাগামহীন কামনা-বাসনা দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। ঐ সকল মনোবাসনা ও কল্পনা বাস্তবায়নে তার প্রবৃত্তির পিছনে তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে থাকে। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালের সময়গুলোতে এমনটা খুব ঘটে। ফলে এ ধরনের ছেলে-মেয়েরা বড় বড় অপরাধ এবং মারাত্মক জঘন্য কাজ করে বসে, অথচ তা থেকে তাদের দূরে রাখার ও প্রতিহত করার কোন উপায় থাকে না।

অথচ ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে সেই ছেলেবেলা থেকেই প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত হ'তে প্রশিক্ষণ দিতেন। তাঁদের ছোটরা বড়দের সঙ্গে ছিয়াম, ছালাত, হজ্জ ইত্যাদি শারঈ ইবাদত-বন্দেগী পালনে চেষ্টা করতেন।

রুবাই বিনতে মু'আওবিয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আশুরার দিন ভোরে আনছারদের বসতিতে লোক পাঠিয়ে ঘোষণা দেওয়ান যে, مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ 'সকালে যে খেয়ে নিয়েছে সে যেন বাকি দিন না খেয়ে কাটায়, আর যে ছিয়াম পালনের অবস্থায় সকাল করেছে সে যেন ছিয়াম সম্পন্ন করে'। বর্ণনাকারিণী বলেন, فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ 'এই ঘোষণা শুনে আমরা পরবর্তী সময়টুকু ছিয়ামে কাটালাম এবং আমাদের বাচ্চাদেরও ছিয়াম রাখালাম। তাদের জন্য আমরা এক প্রকার পশমী খেলনা যোগাড় করে রাখলাম। যখন তাদের কেউ খাবারের জন্য কেঁদে উঠছিল, তখনই আমরা তাদের সামনে ঐ খেলনা এগিয়ে দিচ্ছিলাম। ইফতার পর্যন্ত তারা এভাবেই পার করছিল'।[১০]

---

১০. বুখারী হা/১৯৬০; মুসলিম হা/১১৩৬।

ছেলেমেয়েরা যা চায় তাই দিয়ে তাদের প্রতিপালনে শুধুই যে দ্বীন-ধর্মীয় ক্ষতি হয় তাই নয়; বরং তা তাদের জন্য জাগতিক ক্ষতিও ডেকে আনে। কখনো কখনো দেখা যায়, একটা পরিবারের উপর বালা-মুছীবত ও দুর্দশা নেমে আসে, যার ফলে তাদের ধন-সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং তাদের জীবন-জীবিকা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। কখনো আবার পরিবারের কর্তা মারা যায় সে সময় এই শিশু কীভাবে তার খাহেশ চরিতার্থ করবে? কোত্থেকে সে তার কামনা-বাসনা পূরণের ব্যবস্থা করবে?

তারপর জীবনের এক পর্যায়ে যখন কিশোর ছেলে জীবনযুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়ে এবং তার অনেক প্রয়োজন দেখা দেয় তখন সে হয়তো দেখতে পায়, তার পরিবার তার সকল চাওয়া-পাওয়া পূরণ করতে পারছে না। বিশেষ করে যখন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, বিয়েশাদী করে ঘর-সংসার গড়তে ইচ্ছে করে তখন সে হয়তো একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে চায়, কিন্তু তার পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

অনুরূপভাবে যে কিশোরী মেয়ে বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে বেড়ে উঠেছে, হয়ত তার বিয়ে এমন লোকের সাথে হয়েছে অর্থবিত্তে যে তার সমপর্যায়ের নয়। এজন্য সে অসন্তুষ্ট হয় আর রাগে-দুঃখে সবসময় হাহুতাশ করে। এমনও হয় যে, সে তার স্বামীকে ফকীর-মিসকীন বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। তার জীবনটা দ্বন্দ্ব-ফাসাদ আর ঝগড়াঝাটিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। যাতে তার আত্মিক সুখ এবং স্বামীর সঙ্গে তার সুখ বিনষ্ট হয়।[১১]

২. প্রবৃত্তি পূজারীদের সঙ্গে উঠাবসা ও তাদের সাহচর্য লাভ :

একে অপরের সাথে উঠাবসা করলে এবং দীর্ঘদিন কারো সাহচর্যে থাকলে পারস্পরিক ভালবাসা ও সাহায্য-সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যে প্রবৃত্তির পূজারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে উঠাবসা করে এবং তাদের সাহচর্যে থাকে সে তাদের দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে যদি সে দুর্বল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয় এবং তার মধ্যে বিচার-বিবেচনা ছাড়াই যে কোন ব্যক্তির দ্বারা

১১. অথচ ছোটবেলা থেকে দ্বীনী পরিবেশে নিয়ন্ত্রিত কামনার মাঝে বাস করলে ছেলেমেয়ে উভয়েরই পরিণত বয়সে জীবন এত জটিল হয় না। আল্লাহই সবকিছুর মালিক, তিনি যেন সবাইকে সঠিক বুঝ দান করেন। -অনুবাদক।

প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা থাকে। এ কারণেই সালাফে ছালেহীন বিদ‘আতী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে উঠাবসা করতে নিষেধ করতেন।

আবু কিলাবা (রহঃ) বলেছেন, لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم ‘তোমরা খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের সঙ্গে উঠাবসা করো না এবং তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ো না। কেননা আমার ভয় হয় যে, তারা তোমাদেরকে গোমরাহীর মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে অথবা দ্বীনের কোন কোন বিষয়ে তোমাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দিতে পারে; যেমনটা তারা নিজেরা দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার’।[১২]

মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন, ‘তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে উঠাবসা করো না’।[১৩] কায়স ইবনু ইবরাহীম থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।[১৪]

৩. আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব : যে মানুষ তার মালিকের যথাযথ কদর করে না সে তো তাকে ক্রুদ্ধ করা, তাঁর নাফরমানী করা কিংবা তাঁর হুকুমের অন্যথা করার কোনই পরোয়া করবে না। তার অন্তরে তো আল্লাহ তা‘আলার প্রতি সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা বলে কিছুই নেই। এরূপ লোকদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ‘আসলে এই লোকগুলো আল্লাহ তা‘আলার সেভাবে মূল্যায়নই করেনি যেভাবে তাঁর মূল্যায়ন করা উচিত ছিল। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানগুলো (একে একে) ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে। পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা তাঁর সাথে যা কিছু শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে’ *(যুমার ৩৯/৬৭)*।

---

১২. দারেমী হা/৩৯১, সনদ ছহীহ; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, আস-সুন্নাহ, পৃঃ ৯১।
১৩. আল-মালাতী, আত-তামবীহ ওয়ার রাদ্দ, পৃঃ ৮৬।
১৪. হিলয়াতুল আওলিয়া ৪/২২২।

৪. প্রবৃত্তির অনুসারীদের প্রতি অন্যদের কর্তব্য পালন না করা : লোকেরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধে ভীষণ উদাসীনতা ও গাফলতি করে। ফলে প্রবৃত্তির অনুসারীদের খেয়াল-খুশী লাগামছাড়া হয়ে যায়। সে তার খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করতে মোটেও পরোয়া করে না। এভাবে খেয়াল-খুশী তার মনের উপর জেঁকে বসে এবং তার আচার-আচরণের উপর কর্তৃত্ব করে। এজন্যই ইসলাম সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কথা বলেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে; সত্য ও ন্যায়ের আদেশ দিবে, আর অসত্য ও অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে। সত্যিকার অর্থে ওরাই হচ্ছে সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ '(হে নবী) তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে (মানব জাতিকে) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর এবং এমন এক পদ্ধতিতে তাদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক কর, যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট' *(নাহল ১৬/১২৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيْغاً 'আর আপনি তাদেরকে উপদেশ দিন এবং তাদেরকে আপনি মনকাড়া ওজস্বী ভাষায় কথা শুনান' *(নিসা ৪/৬৩)*।

যখন বেশির ভাগ লোক অন্যায়-অবৈধ কাজ থেকে নিষেধ করতে অভ্যস্ত হবে, তখন প্রবৃত্তির অনুসারীদের বেপরওয়া হওয়ার পথে তা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

৫. দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং ঝোঁক : যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে, দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং পরকালের কথা ভুলে যায়, দুনিয়া তার সামনে যত কিছুর স্বপ্ন দেখায় তা সব লাভের জন্য সে তীরবেগে ছুটে যায়। এমনকি তা আল্লাহ্র বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হ'লেও সে তার পরোয়া করে

না। আর এটাই তো সরাসরি প্রবৃত্তির অনুসরণ। আমাদের মালিক এই কারণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, إِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُوْنَ، أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ– 'যারা (মৃত্যুর পর) আমার সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে না, যারা এ পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এবং এখানকার সবকিছু নিয়েই তৃপ্তিবোধ করে, (সর্বোপরি) যারা আমার নিদর্শনাবলী থেকে অমনোযোগী থাকে, তারাই হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের নিশ্চিত ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন; এ হচ্ছে তাদের সেই কর্মফল, যা তারা দুনিয়ার জীবনে অর্জন করেছিল' *(ইউনুস ১০/৭-৮)*।

৬. কাঙ্ক্ষিত বৈধ জিনিস লাভে বেশী তৎপরতা দেখানো :

মানুষের মন যখন কোন বৈধ জিনিস কামনা করে তখনই সে তা পেতে অনেক সময় দ্রুত ধাবিত হয়। কিন্তু জ্ঞানী-গুণীরা এরূপ কাঙ্ক্ষিত বৈধ জিনিস থেকেও তাদের শিষ্যদের নিষেধ করতেন।

একবার খালাফ ইবনু খলীফা আহওয়াযের শাসনকর্তা সুলায়মান ইবনু হাবীব ইবনুল মুহাল্লাবের সাথে দেখা করেন। তখন তাঁর নিকট বদর নাম্নী এক দাসী ছিল। সে ছিল অত্যন্ত রূপসী ও গুণবতী। সুলায়মান খালাফকে বললেন, এই দাসীকে তোমার দেখতে কেমন লাগছে? খালাফ বললেন, হে আমীর, আল্লাহ আপনার ভাল করুন, আমার এ দু'চোখ তার চেয়ে সুন্দরী নারী কখনো দেখেনি। তিনি বললেন, তুমি এর হাত ধরে নিয়ে যাও। খালাফ বললেন, আমি যখন আমীরকে তাকে ভালোবাসতে দেখেছি, তখন আমার পক্ষে তাকে নিয়ে যাওয়া শোভনীয় নয়। শাসনকর্তা তখন বললেন, আরে রাখ, আমি তাকে ভালবাসলেও তুমি তাকে নিয়ে যাও। এতে করে আমার প্রবৃত্তি বুঝতে পারবে, আমি তার উপর জয়যুক্ত হ'তে পেরেছি।[১৫]

এভাবে ধৈর্য-সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হওয়ার মানসে মনকে কিছু কিছু বৈধ জিনিস থেকে বঞ্চিত করার মাঝেও বিশেষ কল্যাণ রয়েছে। বিশেষ করে মনের ঝোঁক ও প্রবৃত্তি যখন হারামের দিকে ধাবিত হয় তখন তো মুবাহ

১৫. ইবনুল জাওযী, যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ২৬।

পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। এরূপ ক্ষেত্রে মুবাহ বা বৈধ বিষয়ে বরাবর অভ্যস্ত হয়ে উঠলে অনেক সময় ব্যক্তির মন হারামের সামনে দুর্বল হয়ে পড়ে।

৭. প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতা : কোন কিছুর পরিণতি সম্পর্কে মানুষের জানা না থাকলে তার দ্বারা সেটা বারবার হ'তে পারে। কু-প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর অনেক রকম ক্ষতি ও অনিষ্টতা রয়েছে। সেগুলো জানা থাকলে খেয়াল-খুশীর অনুসারী লোকটি হয়তো তা প্রতিহত করতে পারত। আহমাদ ইবনুল কাসেম আত-ত্বাবারাণী কবিতায় বলেছেন,

سَأَحْذَرُ مَا يُخَافُ عَلَيَّ مِنْهُ + وَأَتْرُكُ مَا هَوَيْتُ لِمَا خَشِيْتُ

'আমার থেকে যা হওয়ার ভয় হয় আমি তা থেকে অবশ্যই সাবধান থাকব। আর যা আমি ভয় করি তার কারণে আমি আমার কামনা-বাসনার জিনিস বর্জন করি'।[১৬]

প্রবৃত্তির অনুসরণের ক্ষতি

প্রবৃত্তির ইহকালীন ও পরকালীন বহুবিধ ক্ষতি রয়েছে। যা মানুষকে তার কাংখিত বস্তু লাভে বাধা প্রদান করে এবং আল্লাহ্র যে নে'মত সে লাভ করেছে তার কথা বেমালূম ভুলিয়ে দেয়। এজন্যই হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মনের উপর প্রবৃত্তির খবরদারী থেকে তোমরা সাবধান থেকো। কেননা তার তাৎক্ষণিক ফল হ'ল নিন্দা ও লাঞ্ছনা আর সুদূরপ্রসারী ফল হ'ল দুর্বিষহ অবস্থা। যদি তুমি সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন দ্বারাও মনকে বাগে আনতে না পারার আশংকা কর, তাহ'লে আশা ও উদ্দীপনার মাধ্যমে তাকে সুযোগ দাও। কেননা যখন কোন মানবাত্মার মাঝে আশা ও ভয়ের সন্নিবেশ ঘটে, তখন আত্মা তার অনুগত হয়ে যায়।[১৭]

প্রবৃত্তির অনুসরণের ক্ষতি সমূহ :

পরকালীন ক্ষতি :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

---

১৬. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক ৭/৩৭২।
১৭. আল-মাওয়ার্দী, আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, পৃঃ ২১।

'অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস। আর যে তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজের নফসকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা' *(নাযি'আত ৭৯/৩৭-৪১)*।

ইমাম শা'বী বলেছেন, سُمِّيَ الْهَوَى هَوًى لِأَنَّهُ يَهْوِى بِصَاحِبِهِ فِي النَّارِ 'প্রবৃত্তিকে (হাওয়া) এজন্য হাওয়া নাম রাখা হয়েছে যে সে তার মালিককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে'।[১৮] আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَ الْأَجْوَفَانِ هَمَّهُ خَسِرَ مِيزَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'দু'টো পেট যার কামনা-বাসনার কেন্দ্রবিন্দু হবে, ক্বিয়ামতের দিন তার দাঁড়িপাল্লার ওযনে ঘাটতি দেখা দিবে'।[১৯] দু'টো পেট বুঝাতে তিনি উদরের কামনা এবং লজ্জাস্থানের বাসনাকে বুঝিয়েছেন।

প্রবৃত্তির পূজারীদের তুমি কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ হেতু তারা পদদলিত হচ্ছে। মুক্তিপ্রাপ্তদের সাথে দৌড়ে তারা তাল রক্ষা করতে না পেরে কুপোকাত হয়ে পড়বে। যেমনভাবে তারা দুনিয়াতে প্রবৃত্তির পূজারীদের সাহচর্যে থাকার জন্য ধরাশায়ী হয়েছিল। মুহাম্মাদ ইবনু আবুল ওয়ার্দ বলেছেন, إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه وان أبطأ الصرعى نهضة يوم القيامة صريع الشهوة 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এমন একদিন আসবে যেদিনের ক্ষতি থেকে প্রবৃত্তির পূজারীরা রেহাই পাবে না। প্রবৃত্তির কাছে ধরাশায়ী ব্যক্তিরাই কিয়ামতের দিন ভূপাতিতদের মধ্যে সবচেয়ে দেরিতে উত্থিতদের কাতারে থাকবে'।[২০]

আতা (রহঃ) বলেছেন, مَنْ غَلَبَ هَوَاهُ عَقْلَهُ وَجَزَعَهُ صَبْرَهُ افْتُضِحَ 'প্রবৃত্তি যার বুদ্ধি-বিবেককে পরাস্ত করেছে এবং তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে, বিচার দিবসে তাকে অপদস্থ হ'তে হবে'।[২১] অর্থাৎ বিচারের দিন পরকালীন লোকসান ও জাহান্নামে প্রবেশের দরুন তাকে মহালাঞ্ছনার সম্মুখীন হ'তে হবে।

---

১৮. দারেমী হা/৩৯৫, সনদ যঈফ।

১৯. ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ, পৃঃ ৬১২।

২০. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ২/৩৯৫।

২১. যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ২৭।

ইবরাহীম ইবনু আদহাম বলেছেন, اَلْهَوَى يُرْدِيْ، وَخَوْفُ اللهِ يَشْفِيْ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا يُزِيْلُ عَنْ قَلْبِكَ هَوَاكَ إِذَا خِفْتَ مَنْ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَاكَ 'প্রবৃত্তি ধ্বংস ডেকে আনে, আর আল্লাহভীতি তা থেকে মুক্তি দেয়। জেনে রেখো, তোমার অন্তর থেকে কামনা-বাসনা তখনই দূর হ'তে পারে যখন তুমি সেই সত্তাকে ভয় করবে, যার সম্পর্কে তুমি জান যে, তিনি তোমাকে দেখছেন'।[২২]

প্রবৃত্তি গোমরাহীর দিকে টেনে নিয়ে যায় :

প্রত্যেক ভ্রান্তির মূলে রয়েছে আন্দায-অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। পথভ্রষ্টদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ 'তারা কেবল অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে' *(নাজম ৫৩/২৩)*।

এভাবে আন্দায-অনুমান ও প্রবৃত্তি পূজার কারণে তারা পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়। খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তি শুধু তার অনুসারীকেই পথচ্যুত করে ক্ষান্ত হয় না; বরং অন্যদেরও পথহারা করে এবং সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, إِنَّ كَثِيْرًا لَيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ 'অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতাবশত নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অন্যকে বিপথে চালিত করে' *(আন'আম ৬/১১৯)*। অর্থাৎ তারা অন্যদেরকে তাদের কুপ্রবৃত্তি দ্বারা পথভ্রষ্ট করে।

কুরআনী উপদেশ দ্বারা উপকৃত না হওয়া :

প্রবৃত্তি মানুষকে কুরআন বুঝতে এবং কুরআনের উপদেশ ও হুকুম-আহকামের দ্বারা উপকৃত হ'তে বাধা দেয়। প্রবৃত্তির পূজারীরা তো নবী করীম (ছাঃ)-এর মুখ থেকে সরাসরি কুরআন মাজীদ শুনত, এতদসত্ত্বেও তারা তা দ্বারা উপকৃত হ'তে পারেনি। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ أُوْتُوْا

২২. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৪১, আবু নু'আঈম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১৮।

الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْا أَهْوَاءَهُمْ

'তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা তোমার কথা শোনে। কিন্তু যখন তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের নিকট গিয়ে বলে, 'এইমাত্র কী বলল লোকটি?' মূলতঃ এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৬)*।

সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আদেশ-নিষেধে সাড়া না দেওয়া প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণের প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ 'যদি এরা তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয় তাহ'লে জেনে রেখ এরা কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*।

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ اثْنَتَيْنِ: طُوْلَ الْأَمَلِ، وَاتِّبَاعَ الْهَوَى، فَإِنَّ طُوْلَ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ، وَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً، وَإِنَّ الْآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ، فَكُوْنُوْا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ-

'আমি তোমাদের জন্য কেবলই দু'টি জিনিসকে ভয় করি। ১. দীর্ঘ আশা ২. খেয়াল-খুশীর অনুসরণ। কেননা দীর্ঘ আশা পরকালের কথা ভুলিয়ে দেয়; আর খেয়াল-খুশীর অনুসরণ হক পথ অনুসরণে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়া ক্রমান্বয়ে পিছনে সরে যাচ্ছে, আর আখিরাত সামনে এগিয়ে আসছে। দুনিয়া-আখিরাত প্রত্যেকেরই সন্তান রয়েছে। সুতরাং তোমরা আখিরাতের সন্তান হও। কেননা আজ শুধুই আমল বা কাজের সুযোগ রয়েছে। কোন হিসাব দাখিল করতে হচ্ছে না। কিন্তু কাল (পরকালে) শুধুই হিসাব দিতে হবে। আমল করার কোন সুযোগ থাকবে না'।[২৩]

---

২৩. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৪৪৯৫।

অন্তর নষ্ট করে দেয় এবং অন্তর ও নিরাপত্তার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় :

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, পাঁচটি জিনিস থেকে দূরে না থাকা অবধি মানুষের অন্তর নিরাপদে থাকে না। (১) শিরক থেকে, যা কি-না তাওহীদের বিরোধী (২) বিদ‘আত, যা সুন্নাহ্র পরিপন্থী (৩) লোভ-লালসা, যা আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধাচরণকারী (৪) অলসতা, যা আল্লাহ্র স্মরণের বিপরীত (৫) প্রবৃত্তি, যা দ্বীনের মধ্যে মশগূল হওয়া এবং খাঁটি মনে ইবাদত করার পরিপন্থী। এই পাঁচটি বিষয় আল্লাহকে পাওয়ার পথে বাধা। এদের প্রত্যেকটার অধীনে আবার অসংখ্য ভাগ রয়েছে। সেজন্য বান্দাকে সর্বদা আল্লাহ্র নিকট ‘ছিরাতুল মুস্তাকীম’ বা সরল পথের দিশা লাভের জন্য অবশ্যই দো‘আ করতে হবে। আল্লাহ্র নিকট বান্দা সরল পথ লাভের জন্য দো‘আ থেকে অন্য কোন কিছুর বেশী মুখাপেক্ষী নয় এবং দো‘আ থেকে অধিক উপকারীও অন্য কিছু নেই।[২৪]

বিবেক ও বিদ্যা লোপ :

খলীফা মু‘তাছিম একদিন আবু ইসহাক আল-মুছীলীকে বলেছিলেন, ‘হে আবু ইসহাক! যখন প্রবৃত্তি জয়যুক্ত হয় তখন বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়’।[২৫]

ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন, আমি আমাদের মহান শিক্ষক ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد أونسيه. فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم ‘যখন কোন ব্যক্তি দিরহাম খাঁটি না নকল তা যাচাই করতে গিয়ে জোচ্চুরি করে, তখন আল্লাহ তা‘আলা তার থেকে মুদ্রা যাচাইয়ের যোগ্যতা ছিনিয়ে নেন অথবা সে যাচাই পদ্ধতি ভুলে যায়। তিনি শুনে বললেন, এমনিভাবে যে বিদ্যার বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে গাদ্দারি করে তার পরিণতিও একই ঘটে’।[২৬] সুতরাং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আল্লাহ তা‘আলা তার বিবেক ও বিদ্যা ছিনিয়ে নেন।

---

২৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃঃ ৫৮-৫৯।
২৫. খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ২/৩১১।
২৬. রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৮০।

নিজের অজান্তে ঈমান শূন্য হওয়া :

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ- وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ 'তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও, যাকে আমরা আমাদের নিদর্শন সমূহ দিয়েছিলাম, তারপর সে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। পরে শয়তান তার পিছু নেয় এবং সে সম্পূর্ণ গোমরাহ লোকদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। অথচ আমরা চাইলে তাকে এ নিদর্শনসমূহ দ্বারা উচ্চমর্যাদা দান করতে পারতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতিই আসক্ত হয়ে পড়ল এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। তার উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের মত, তুমি তার উপরে বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে, আবার তুমি তাকে ছেড়ে দিলেও সে হাঁপাতে থাকে। এটা হচ্ছে ঐসকল লোকের দৃষ্টান্ত যারা আমাদের আয়াত সমূহ অস্বীকার করেছে। সুতরাং এসব কাহিনী তুমি বর্ণনা কর, হয়তবা তারা চিন্তা-ভাবনা করবে' *(আ'রাফ ৭/১৭৫-১৭৬)*।

জনৈক আলিম বলেছেন, চারটি আচরণের মধ্যে কুফর নিহিত। রাগের মধ্যে, কামনা-বাসনার মধ্যে, আসক্তির মধ্যে এবং ভয়-ভীতির মধ্যে। তন্মধ্যে আমি নিজে দু'টো দেখেছি। এক ব্যক্তিকে দেখেছি সে রেগে গিয়ে তার মাকে খুন করে ফেলেছিল। আরেক ব্যক্তিকে দেখেছি প্রেমের টানে খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিল।[২৭]

একবার এক ব্যক্তি কা'বা ঘর তাওয়াফ করছিল। এ সময় সে একজন সুন্দরী মহিলা দেখে তার পাশে পাশে হাঁটতে থাকে আর বলতে থাকে, আমি তো দ্বীনের প্রেমে দিওয়ানা অথচ সুন্দরের আকর্ষণ আমাকে পাগলপারা করে তুলেছে। এখন আমি এই সুন্দরী আর দ্বীনের মহব্বতের কীভাবে কি করি? সেই মহিলা তখন বলল, তুমি একটা ছাড় তাহ'লে অন্যটা পাবে।[২৮] এতেই বুঝা যায়, কামনা-বাসনা আর দ্বীন কখনই একত্রিত হ'তে পারে না।

---

২৭. যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ২৪।
২৮. রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৭৯।

বিনাশ সাধনকারী :

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ– 'তিনটি জিনিস ধ্বংস সাধনকারী। (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম অহংকারী হওয়া। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক'।[২৯]

ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, দ্বীনের উপর চলতে চরিত্রের যে গুণটি সবচেয়ে বড় সহায়ক তা হ'ল দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি বা নির্লোভ জীবনযাপন। আর যে দোষটি মানুষকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে টেনে নেয় তাহ'ল প্রবৃত্তির অনুসরণ। প্রবৃত্তির অনুসরণের একটি হ'ল দুনিয়ার প্রতি আসক্তি। আর দুনিয়ার প্রতি আসক্তির মধ্যে রয়েছে সম্পদ ও সম্মানের প্রতি মোহ। আর সম্পদ ও সম্মানের মোহে মানুষ হারামকে হালাল করে নেয়। এভাবে যখন হারামকে হালাল করে নেওয়া হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। আর আল্লাহ্র ক্রোধ এমন রোগ যার ঔষধ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ। আল্লাহ্র সন্তোষ এমন ঔষধ যে তা পেলে কোন রোগই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যে তার রবকে খুশী করতে চায় তার নিজের মনকে নাখোশ করতে হয়। কিন্তু যে নিজের মনকে নাখোশ করতে রাযী নয় সে তার রবকে খুশী করতে পারে না। কোন মানুষের উপর দ্বীনের কোন বিষয় ভারী মনে হ'লে সে যদি তা বর্জন করে তাহ'লে এমন একটা সময় আসবে যখন তার নিকট দ্বীনের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না'।[৩০]

বান্দার জন্য সামর্থ্যের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া :

ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহঃ) বলেছেন, من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق 'খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তির তাবেদারী যার উপর বিজয়ী হয়, তাওফীক বা সামর্থ্যের সকল রাস্তা তার জন্য বন্ধ হয়ে

২৯. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৪৫, মিশকাত হা/৫১২২; ছহীহ তারগীব হা/৫০, ছহীহাহ হা/১৮০২।
৩০. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫১৬৮।

যায়’।[৩১] প্রবৃত্তির অনুসারী তার জীবনপথে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সরল পথের দিশা লাভে সে সমর্থ হয় না। কারণ সে হেদায়াত ও তাওফীকের মূল উৎস থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে তার প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে পড়েছে। কুরআন-সুন্নাহ্‌র অনুসারী সে নয়; তাহ’লে সে কী করে সঠিক পথের দিশা লাভে সমর্থ হবে? আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ‘তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ, যে নিজের প্রবৃত্তিকে তার প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ তা‘আলা জেনেশুনে তাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন? তার কান ও তার অন্তরে তিনি মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখে এঁটে দিয়েছেন পর্দা। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলার পরে কে হেদায়াত দান করবে? তারপরও কি তোমরা কোন উপদেশ গ্রহণ করবে না’? *(জাছিয়া ৪৫/২৩)*।

আল্লাহ্‌র আনুগত্য বিলীন হওয়া :

প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তি নিজেকে অনেক বড় মনে করে। ফলে তার পক্ষে অন্যের আনুগত্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি তার স্রষ্টার আনুগত্যও। কিছু লোককে তো একমাত্র তাদের প্রবৃত্তিই কুফরীতে নিক্ষেপ করেছে। কারণ প্রবৃত্তি তার মনে বাসা বেঁধেছে এবং তার নফসের উপর একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম করেছে। ফলে সে প্রবৃত্তির হাতে বন্দী ও তার প্রতারণার শিকার হয়েছে। মানুষের মধ্যে তো দু’টো অন্তর নেই। অন্তর একটাই। হয় সে তার প্রভুর আনুগত্য করবে, অথবা তার নফস, প্রবৃত্তি ও শয়তানের আনুগত্য করবে।

পাপ-পঙ্কিলতাকে তুচ্ছ মনে করা :

প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তির মন কঠোর হয়ে যায়। আর মন যখন কঠোর হয়ে যায় তখন সে গুনাহকে তুচ্ছ মনে করে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ

৩১. রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৭৯।

تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ- فَقَالَ بِهِ هَكَذَا 'একজন মুমিন তার পাপকে এতটাই ভয়াবহ মনে করে যেন সে একটা পাহাড়ের নিচে বসে আছে, আর সে পাহাড়টা তার উপর ধ্বসে পড়ার ভয় করছে। কিন্তু পাপাচারী ব্যক্তি তার পাপকে তার নাকের উপর বসা মাছির তুল্য মনে করে (যাকে সে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নাকের উপর হাত নিয়ে ইশারায় তা বুঝিয়ে দিলেন।[৩২]

দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত চালুর মাধ্যম :

হাম্মাদ ইবনু আবী সালামা বলেন, রাফেযী বা শী'আদের একজন গুরু- যে কি-না তার ভ্রান্ত মত থেকে তওবা করেছিল, সে আমার নিকট বলেছে, 'আমরা কোন সভায় জড়ো হয়ে কোন কিছুকে ভাল মনে করলে আমরা সেটাকে হাদীছ বানিয়ে নিতাম'।[৩৩]

সংকীর্ণ জীবন ও মানুষের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টির উপলক্ষ :

মানুষের মাঝে যে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও অনিষ্টতার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়, তার মূলে রয়েছে প্রবৃত্তির অনুসরণ। সুতরাং যে তার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করবে সে তার দেহ-মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আরামে রাখবে। এতে সে নিজেও আরামে থাকবে এবং অন্যকেও স্বস্তিতে থাকতে দিবে। আর যে নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্য করে সে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। লোকদের সে ঘৃণা করে, লোকেরাও তাকে ঘৃণা করে।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেছেন, إقدعوا هذه النفوس عن شهواتها، فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية. إن هذا الحق ثقيل مرىء، وإن الباطل خفيف وبيء، وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة. ورب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا- 'তোমরা তোমাদের মনগুলোকে লোভ-লালসা

---

৩২. বুখারী হা/৬৩০৮।
৩৩. খতীব বাগদাদী, আল-জামে' লি-আখলাকির রাবী, ১/১৩৮।

থেকে দূরে রাখো। কেননা তা কৌতূহলী। তা তোমাদেরকে চূড়ান্ত মন্দের দিকে ঠেলে দেয়। নিশ্চয়ই ন্যায় ও সত্য ভারী এবং চোখের সামনে সুস্পষ্ট। আর বাতিল হাল্কা ও ব্যাধিযুক্ত। পাপ পরিহার করা পাপ করার পর তওবা করার প্রবণতা থেকে অনেক উত্তম। আর অনেক দৃষ্টি মনে কামনা-বাসনার বীজ বপন করে। আর এক মুহূর্তের কামনা-বাসনা অনেক সময় দীর্ঘকালীন দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়'।[৩৪]

আবুবকর আল-ওয়ার্রাক বলেছেন, যখন প্রবৃত্তি জয়যুক্ত হয় তখন হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর হৃদয় যখন অন্ধকার হয়ে যায় তখন মন সংকীর্ণ হয়ে যায়। মন যখন সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। আর চরিত্র যখন খারাপ হয়ে যায় তখন সৃষ্টিকুল তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে, আবার সেও তাদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করে'।[৩৫]

তারপর মানুষের বয়স বাড়তে বাড়তে যখন সে বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন সে খেয়াল-খুশীর অনুসরণের কুফল হাতে নাতে পেয়ে থাকে। জনৈক কবি বলেছেন,

مَآرِبُ كَانَتْ فِي الشَّبَابِ لِأَهْلِهَا

عِذَابُ فَصَارَتْ فِي الْمَشِيْبِ عَذَابًا

'যৌবনে যেসব কাজ-কর্ম ও প্রয়োজন পূরণ ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও মধুময়, বৃদ্ধকালে সেগুলোই আযাব-গযবে রূপান্তরিত হয়েছে'।[৩৬]

নিজের উপর শত্রুর খবরদারির সুযোগ তৈরী করে দেওয়া :

শয়তান মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। আর তার সবচেয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তার বিবেক-বুদ্ধি। সে তাকে ফেরেশতাসুলভ কল্যাণের পথের দিশা দেয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি যখন তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করে তখন সে নিজেকে নিজ হাতে শত্রুর কাছে সমর্পণ করে এবং তার বন্দিত্ব বরণ করে।

৩৪. আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, পৃঃ ৪৫৪।
৩৫. যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ২৯।
৩৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ৪৬।

এতে নিজের উপর নিজে সহনাতীত মুছীবত, দুর্ভাগ্যের বেড়ি, মন্দ ফায়ছালা এবং শত্রুদের হাসি-তামাশার সুযোগ তৈরী করে নেওয়া হয়।

বলা হয়, যখন তোমার উপর তোমার বিবেক জয়যুক্ত হয় তখন সে তোমার থাকে। আর তোমার প্রবৃত্তি যখন তোমার উপর জয়যুক্ত হয় তখন তা তোমার শত্রুর জন্য হয়ে যায়।[৩৭]

মানুষের দুর্নাম ও সমালোচনা কুড়ান :

প্রবৃত্তির অনুসরণে মানুষের সমালোচনার পাত্র হ'তে হয়। কথিত আছে যে, হিশাম ইবনু আব্দুল মালিক তার জীবনে এই একটি মাত্র কবিতার লাইন ছাড়া কোন কবিতা বলেননি।

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْصِ الْهَوَى قَادَكَ الْهَوَى

إِلَى بَعْضِ مَا فِيْهِ عَلَيْكَ مَقَالُ

'যখন তুমি তোমার প্রবৃত্তির অবাধ্য হ'তে না পারবে তখন প্রবৃত্তি তোমাকে এমন কিছুর দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবে, যে জন্য তোমাকে অন্যের সমালোচনা শুনতে হবে'।[৩৮]

ইবনু আব্দিল বার্র বলেছেন, তিনি যদি إلى بعض ما فيه عليك مقال (কিছু সমালোচনামূলক কাজের দিকে পরিচালনা করার) স্থলে إلى كل ما فيه عليك مقال (সকল সমালোচনামূলক কাজের দিক পরিচালিত করার) কথা বলতেন, তাহ'লে সেটাই অধিক অর্থপূর্ণ ও সুন্দর হ'ত।[৩৯]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন,

إِذَا حَارَ أَمْرُكَ فِيْ مَعْنَيَيْنِ + وَأَعْيَاكَ حَيْثُ الْهَوَى وَالصَّوَابْ

فَدَعْ مَا هَوَيْتَ فَإِنَّ الْهَوَى + يَقُوْدُ النُّفُوْسَ إِلَى مَا يُعَابْ

---

৩৭. ইবনু আব্দিল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস ওয়া উনসুল মাজালিস, পৃঃ ১৭২।
৩৮. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/৩৫২।
৩৯. বাহজাতুল মাজালিস ওয়া উনসুল মাজালিস, পৃঃ ১৭১।

‘যখন কোন বিষয়ের দু’ধরনের অর্থের কোনটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে তুমি দ্বিধান্বিত হয়ে পড় এবং কোনটা শরী‘আতসম্মত সঠিক অর্থ আর কোনটা প্রবৃত্তির অনুসরণ তা নির্ণয়ে যদি তুমি অক্ষম হও, তাহ’লে তোমার প্রবৃত্তিরটা বাদ দাও। কেননা প্রবৃত্তি মনকে দূষণীয় পথে পরিচালিত করে’।[৪০]

অপমান-অপদস্থতার কারণ :

মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে অনেক ক্ষেত্রে তাকে অপদস্থতার শিকার হ’তে হয়। ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন,

وَمِنَ الْبَلاَءِ وَلِلْبَلاَءِ عَلاَمَةٌ + أَنْ لاَ تَرَى لَكَ عَنْ هَوَاكَ نُزُوْعُ

اَلْعَبْدُ عَبْدُ النَّفْسِ فِيْ شَهْوَاتِهَا + وَالْحُرُّ يَشْبَعُ مَرَّةً وَيَجُوْعُ

‘বালা-মুছীবতের কিছু লক্ষণ আছে। যেমন- তুমি তোমার খেয়াল-খুশীর খপ্পর থেকে বের হওয়ার কোন পথ খুঁজে পাবে না। যে লোভ-লালসার দাস সেই প্রকৃত দাস; আর যে কখনো তৃপ্ত, কখনো ক্ষুধার্ত সেই প্রকৃত স্বাধীন’।[৪১]

জনৈক দার্শনিককে প্রবৃত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেছিলেন, প্রবৃত্তির আরবী هوى শব্দটি هَوَانٌ থেকে আগত। যার অর্থ অপমান-লাঞ্ছনা। আরবী هَوَانٌ থেকে ن বর্ণটি চুরি হয়ে গেছে। একজন কবিও এই অর্থে পংক্তি রচনা করেছেন-

نُوْنُ الْهَوَانِ مِنَ الْهَوَى مَسْرُوْقَةٌ + فَإِذَا هَوَيْتَ فَقَدْ لَقِيْتَ هَوَانَا

هَوَانٌ (অপমান) থেকে نون চুরি/লুপ্ত হয়ে هَوَى (প্রবৃত্তি) হয়ে গেছে। সুতরাং তুমি যখন প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে তখন অপমানের শিকার হবে।[৪২]

আরেক কবি বলেছেন,

৪০. ঐ, পৃঃ ১৭১।
৪১. ইবনু আসাকির, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক ৩২/৪৬৮।
৪২. তাফসীরে কুরতুবী ১৬/১৬৮।

وَلَقَدْ رَأَيْتُ مَعَاشِرًا جَمَحَتْ بِهِمْ + تِلْكَ الطَّبِيْعَةُ نَحْوَ كُلِّ تَبَارِ

تَهْوَى نُفُوْسُهُمْ هَوَى أَجْسَامِهِمْ + شُغْلاً بِكُلِّ دَنَاءَةٍ وَصَغَارِ

تَبِعُوا الْهَوَى فَهَوَى بِهِمْ وَكَذَا الْهَوَى + مِنْهُ الْهَوَانُ بِأَهْلِهِ فَحَذَارِ

فَانْظُرْ بِعَيْنِ الْحَقِّ لاَ عَيْنَ الْهَوَى + فَالْحَقُّ لِلْعَيْنِ الْجَلِيَّةِ عَارِ

قَادَ الْهَوَى الْفُجَّارَ فَانْقَادُوْا لَهُ + وَأَبَتْ عَلَيْهِ مَقَادَةُ الْأَبْرَارِ

(১) আমি অনেক জনগোষ্ঠীকে দেখেছি আদত-অভ্যাস তাদেরকে সকল প্রকার ধ্বংসের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।

(২) তাদের দেহের চাহিদার অনুকূলে তাদের মন সবরকম নিকৃষ্ট ও হীন কাজ বেছে নিয়েছে।

(৩) তারা প্রবৃত্তির অনুগত হয়েছে, ফলে তা তাদেরকে পতনের মুখে ঠেলে দিয়েছে। অনুরূপভাবে প্রবৃত্তি তার অনুসারীকে লাঞ্ছনার শিকার বানিয়ে ছাড়ে। সুতরাং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সাবধান থাক।

(৪) সত্য ও ন্যায়ের চোখ দিয়ে দেখ, প্রবৃত্তির চোখ দিয়ে দেখো না। কেননা দিব্যদৃষ্টির সামনে সত্য ঢাকা পড়ে না।

(৫) প্রবৃত্তি পাপাচারীদের পরিচালনা করে; ফলে তারা তার অনুগত হয়ে যায়। কিন্তু সৎ লোকেরা তার অনুগত হয়ে চলতে রাযী নয়।[৪৩]

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের উপকারিতা :

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেছেন, أَفْضَلُ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوَى 'কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই সর্বোত্তম জিহাদ'।[৪৪] সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, أَشْجَعُ النَّاسِ أَشَدُّهُمْ مِنَ الْهَوَى امْتِنَاعًا، وَمِنَ الْمُحَقَّرَاتِ تُنْتَجُ

৪৩. ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ ১/১৫৫।
৪৪. ইবনু মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ঈয়্যাহ ৩/২৫১।

الْمُوْبِقَاتُ ‘কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে যে যত বেশী বিরত থাকতে সক্ষম, সে তত বড় বীর পুরুষ। আর তুচ্ছ সব জিনিস থেকেই বড় বড় ধ্বংসাত্মক জিনিস জন্ম নেয়’।[৪৫]

অন্তরের রোগ-ব্যাধির প্রকৃত চিকিৎসা কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতার মধ্যে নিহিত। সাহল বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, هَوَاكَ دَاؤُكَ، فَإِنْ خَالَفْتَهُ فَدَوَاؤُكَ ‘তোমার কুপ্রবৃত্তি তোমার রোগ। তুমি যদি তার বিরোধিতা কর তাহ’লে সেটাই তোমার ঔষধ’।[৪৬]

১. জান্নাত লাভ :

কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করে ইসলামী নিয়ম-নীতি অনুযায়ী জীবন-যাপনকারী মানুষ জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَأَمَّا مَن طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى– ‘অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে অবশ্যই জাহান্নাম হবে তার আবাসস্থল। আর যে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তার মালিকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছে এবং নিজের মনকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা’ *(নাযি‘আত ৭৯/৩৭-৪১)*।

সুতরাং যে ব্যক্তি তার মনের সাথে যুদ্ধ করে এবং মনের চাওয়া-পাওয়ার বিরোধিতা করতে গিয়ে ধৈর্য ধারণ করে, সে কিয়ামতের দিন উত্তম প্রতিফল পাবে। জান্নাতে প্রবেশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন হবে তার প্রতিদান। এটা মূলতঃ মনের কামনা-বাসনার বিরোধিতায় ধৈর্য ধারণের প্রতিদান। মহান আল্লাহ বলেন, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ‘তারা যে কঠোর ধৈর্য (সহিষ্ণুতা) প্রদর্শন করেছে তার পুরস্কার হিসাবে তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন’ *(দাহর ৭৬/১২)*।

---

৪৫. ঐ ৩/২৫১।
৪৬. তাফসীরে কুরতুবী ১৬/১৪৪।

আবু সুলায়মান আদ-দারানী বলেছেন, ‘আল্লাহ তাদের ধৈর্যের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন’ কথার অর্থ ‘তারা যে কামনা-বাসনা থেকে ধৈর্যধারণ করেছিল তার প্রতিদান’।[৪৭] জনৈক কবি বলেছেন,

وَآفَةُ الْعَقْلِ الْهَوَى فَمَنْ عَلاَ + عَلَى هَوَاهُ عَقْلُهُ فَقَدْ نَجَا

‘কুপ্রবৃত্তি বিবেকের জন্য এক মস্তবড় আপদ। সুতরাং যার বিবেক তার কুপ্রবৃত্তির উপর জয়যুক্ত হ’তে পেরেছে সে মুক্তি পেয়েছে’।[৪৮]

২. হাশর দিবসের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি :

হাশর ময়দানে পার্থিব জীবনের প্রতিফল লাভের জন্য সকল প্রাণী একত্রিত হবে। সেখানে আল্লাহ্র রহমতের ছায়ায় স্থান না পেলে কঠিন দুর্দশায় পড়তে হবে। সেদিন সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্র রহমতের ছায়া লাভ করবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ– ‘যেদিন আল্লাহ্র বিশেষ ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তা‘আলা সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) এমন যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদতে জীবন অতিবাহিত করেছে (৩) এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে (৪) এমন দু’জন ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবেসে একত্রিত হয় এবং পৃথক হয় (৫)

---

৪৭. হিলয়াতুল আওলিয়া ৯/২৬৮।
৪৮. ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইসতিযকার ২/৩৬৪।

এমন ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী ও অভিজাত নারী (ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য) আহ্বান করে, তখন সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি (৬) এমন ব্যক্তি যে গোপনে ছাদাক্বা করে কিন্তু তার বাম হাত জানতে পারে না যে তার ডান হাত কি ব্যয় করে (৭) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রুধারা প্রবাহিত করে'।[৪৯]

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'পাঠক, আপনি যদি ভেবে দেখেন, যে ৭ জনকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের ছায়াতলে সেদিন আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কারো ছায়া থাকবে না তাহ'লে বুঝতে পারবেন যে, সে সাতজনই কিন্তু কুপ্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর বিরুদ্ধাচরণ হেতুই তা লাভ করেছে। কারণ একজন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক তার কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ব্যতীত ইনছাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। যে যুবক তার যৌবনের চাহিদার উপর আল্লাহ্র ইবাদতকে প্রাধান্য দেয় সে যদি তার যৌবনের কামনা-বাসনার বিপরীতে না দাঁড়াত তাহ'লে তার পক্ষে তা করা সম্ভব হ'ত না। যে ব্যক্তির মন মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে, দুনিয়ার নানা স্বাদ-আহ্লাদ ও উপভোগের জায়গায় যাওয়া বাদ না দিলে তার পক্ষে কোনক্রমেই মসজিদে যাওয়া সম্ভব হ'ত না। বাম হাতকে না জানিয়ে ডান হাতে দানকারী যদি তার মনস্কামনার উপর জোর খাটাতে না পারে তাহ'লে তার পক্ষেও এমন দান করা কখনই সম্ভব হয় না। যাকে কোন সুন্দরী বংশীয় মহিলা কুকর্মের প্রতি আহ্বান জানায় এবং আল্লাহ্র ভয়ে সে তা না করে, সে তো তার ইন্দ্রিয় সম্ভোগের সুযোগ প্রত্যাখ্যানের ফলেই এমনটা করতে সক্ষম হয়। আর যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর ভয়ে তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে মূলতঃ নিজ কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতাই তাকে ঐ স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। সুতরাং কিয়ামতের দিনে হাশরের ময়দানের গরম তাপ, ঘাম ও দুর্বিষহ অবস্থায় তাদের উপর প্রভাব খাটানোর কোনই সুযোগ থাকবে না। অথচ কুপ্রবৃত্তির পূজারীরা সেদিন উত্তাপ আর ঘামে জর্জরিত হবে। আর হাশরের ময়দানে এহেন অবস্থার পর তারা প্রবৃত্তির কারাগারে প্রবেশের অপেক্ষায় থাকবে'।[৫০]

---

৪৯. বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১।
৫০. রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৮৫-৪৮৬।

৩. উচ্চমর্যাদা লাভ :

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেছেন, المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى، فاتباع الهوى يزمن المروءة ومخالفته تنعشها 'পৌরুষ হ'ল কামনা-বাসনা বর্জন এবং কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতার নাম। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ পৌরুষকে ব্যাধিগ্রস্ত করে দেয়, আর তার বিরোধিতায় পৌরুষ সুস্থ-সবল থাকে'।[৫১] মুহাল্লাব বিন আবু ছাফরাকে বলা হ'ল, 'কীভাবে আপনি এত উচ্চমর্যাদা লাভ করলেন'? উত্তরে তিনি বলেন, 'বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা অবলম্বন এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতার মাধ্যমে'।[৫২]

জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, 'বিদ্বানদের মধ্যে সেই বেশী মহৎ, যে তার দ্বীন সাথে নিয়ে দুনিয়ার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচে এবং কামনা-বাসনার উপর তার কর্তৃত্ব মযবূত করে'।[৫৩] আবু আলী আদ-দাক্কাক বলেছেন, من ملك شهوته في حال شبيبته أعزه الله تعالى في حال كهولته 'যৌবনে যে তার কামনা-বাসনার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে, বার্ধক্যে আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মান দান করবেন'।[৫৪]

কবি ইবনু আব্দিল কাভী বলেছেন,

فَمَنْ هَجَرَ اللَّذَّاتِ نَالَ الْمُنَى وَمَنْ + أَكَبَّ عَلَى اللَّذَّاتِ عَضَّ عَلَى الْيَدِ

وَفِيْ قَمْعِ أَهْوَاءِ النُّفُوْسِ اعْتِزَازُهَا + وَفِيْ نَيْلِهَا مَا تَشْتَهِيْ ذُلُّ سَرْمَدِ

وَلَا تَشْتَغِلْ إِلَّا بِمَا يُكْسِبُ الْعُلَا + وَلَا تُرْضِ النَّفْسَ النَّفِيْسَةَ بِالرَّدِي

وَفِيْ خَلْوَةِ الْإِنْسَانِ بِالْعِلْمِ أُنْسُهُ + وَيَسْلَمُ دِيْنُ الْمَرْءِ عِنْدَ التَّوَحُّدِ

وَيَسْلَمُ مِنْ قِيْلٍ وَقَالَ وَمِنْ أَذَى + جَلِيْسٍ وَمِنْ وَاشٍ بَغِيْضٍ وَحُسَّدِ

---

৫১. রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৭৭-৪৭৮।
৫২. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, আল-আকলু ও ফাযলুহু, পৃঃ ৯২।
৫৩. যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ২৭।
৫৪. রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৮৩।

فَكُنْ حِلْسَ بَيْتٍ فَهْوَ سِتْرٌ لِعَوْرَةٍ + وَحِرْزُ الْفَتَى عَنْ كُلِّ غَاوٍ وَمُفْسِدِ

وَخَيْرُ جَلِيْسِ الْمَرْءِ كُتْبٌ تُفِيْدُهُ + عُلُوْمًا وَآدَابًا وَعَقْلاً مُؤَيِّدِ

'যে স্বাদ-আহ্লাদ ত্যাগ করেছে সে আশা পূরণ করতে পেরেছে। আর যে স্বাদ-আহ্লাদের মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সে অনুশোচনায় হাত কামড়ে ধরেছে। মনের কামনা-বাসনাকে দমন করাতেই তার সম্মান নিহিত রয়েছে। কিন্তু মন যা চায় তাই জোগাতে থাকলে এক সময় চিরস্থায়ী লাঞ্ছনায় ডুবে যেতে হবে। কাজেই উচ্চমর্যাদা অর্জিত হয় এমন কাজ বাদে অন্য কোন কাজে মশগূল হয়ো না। মূল্যবান জীবনটাকে নিকৃষ্ট জিনিসের মাঝে সন্তুষ্ট থাকতে দিও না। একান্তে বিদ্যাচর্চা মানুষের জন্য বন্ধুত্ব বয়ে আনে আর একাকীত্বের মাঝেই মানুষের দ্বীন-ধর্ম-নিরাপদ থাকে। সে সমালোচনা, খারাপ সঙ্গীর কষ্টদান এবং বিদ্বেষপরায়ণ নিন্দুক ও হিংসুকের হিংসা থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং তুমি সর্বদা তোমার ঘরে অবস্থান কর। এটাই তো তোমার গোপনীয়তার জন্য হবে পর্দা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টাচারী ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী থেকে (তরুণের) রক্ষাকবচ। উপকারী বই-পুস্তকই তো মানুষের উত্তম সঙ্গী। যা তাকে বিদ্যা-বুদ্ধি ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়'।[৫৫]

৪. সংকল্পের দৃঢ়তা :

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষের সঙ্কল্পকে দুর্বল করে দেয় এবং তার বিরোধিতা সংকল্পকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে। এই দৃঢ় সংকল্পই বান্দার জন্য আল্লাহ্র ও আখিরাতের পথের বাহন। সুতরাং যানবাহন যখন বিকল হয়ে যাবে তখন মুসাফিরের যাত্রাও পণ্ড হয়ে যাবে। ইয়াহইয়া বিন মু'আযকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, 'সবচেয়ে বিশুদ্ধ সংকল্পের অধিকারী কে'? তিনি বললেন, 'যে তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জয়লাভকারী'।[৫৬]

৫. স্বাস্থ্য রক্ষা :

ইবনু রজব বলেছেন, জনৈক বিদ্বান ১০০ বছর বয়স পার করেছিলেন, তখনও তার দেহ সুঠাম এবং বোধশক্তি সতেজ ছিল। একদিন তিনি খুব

---

৫৫. আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ৩/৩০৩-৩০৪।
৫৬. যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ২৬।

জোরে এক লাফ দিলেন। সেজন্য তাকে গালমন্দ করা হ'ল। কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, ছোটকালে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে আমরা পাপ-পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করেছি, তাই বুড়োকালে আল্লাহ আমাদের জন্য সেগুলো রক্ষা করছেন। এর বিপরীতে জনৈক পূর্বসূরি ব্যক্তি এক বৃদ্ধকে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখে বললেন, এই লোকটা অবশ্যই দুর্বল। সে শৈশবে আল্লাহ্র হক নষ্ট করেছিল, তাই তার বার্ধক্যে আল্লাহ তাকে কষ্টে ফেলেছেন'।[৫৭]

৬. দুনিয়ার বালা-মুছীবত থেকে মুক্তি :

ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ) বলেছেন, أَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوَى، وَمَنْ مَنَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا فَقَدِ اسْتَرَاحَ مِنَ الدُّنْيَا وَبَلَائِهَا، وَكَانَ مَحْفُوْظًا وَمُعَافًى مِنْ أَذَاهَا 'কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই সবচেয়ে কঠিন জিহাদ। যে নিজের মনকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে হেফাযত করতে পারবে, সে দুনিয়া ও দুনিয়ার বালা-মুছীবত থেকে আরামে থাকবে। সে দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ থেকেও রক্ষা পাবে'।[৫৮]

প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রতিকার

যে কুপ্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হয়েছে, কুপ্রবৃত্তির থাবা থেকে বাঁচার জন্য তার মনের চিকিৎসা প্রয়োজন। তাতে করে আল্লাহ তা'আলা হয়তো তাকে দয়া করবেন এবং সৎলোকদের কাতারে তাকে শামিল করবেন। কুপ্রবৃত্তির চিকিৎসায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

এক. পূতপবিত্র মহামহিম আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে যাওয়া এবং কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাঁর নিকট দো'আ করা। নবী করীম (ছাঃ) ও পূর্বসূরিদের এটা ছিল নিয়মিত অভ্যাস।

কুতবা বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এই বলে দো'আ করতেন, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلاَقِ وَالْأَعْمَالِ

---

৫৭. ইবনু রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃঃ ১৮৬।
৫৮. হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১৮; শু'আবুল ঈমান, পৃঃ ৮৭৬।

وَالأَهْوَاءِ ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি মন্দ স্বভাব, আমল ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে’।[৫৯]

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) খালিদ বিন ছাফওয়ান (রাঃ)-কে বললেন, সংক্ষেপে আমাকে কিছু নছীহত করুন। তিনি তখন বললেন, يَا أَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ أَقْوَامًا غَرَّهُمْ سِتْرُ اللهِ، وَفَتَنَهُمْ حَسَنُ الثَّنَاءِ فَلَا يَغْلِبَنَّ جَهْلُ غَيْرِكَ بِكَ عِلْمَكَ بِنَفْسِكَ، أَعَاذَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ أَنْ نَكُوْنَ بِالسِّتْرِ مَغْرُوْرِيْنَ وَبِثَنَاءِ النَّاسِ مَسْرُوْرِيْنَ وَعَمَّا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْنَا مُتَخَلِّفِيْنَ وَمُقَصِّرِيْنَ وَإِلَى الْأَهْوَاءِ مَائِلِيْنَ ‘আমীরুল মুমিনীন! অনেক লোক আছে যারা আল্লাহপাক পাপ গোপন রাখবেন এই আশায় ধোঁকায় পতিত হয়, আবার অন্যদের মুখে নিজেদের প্রশংসা শুনেও তারা ফিৎনার শিকার হয়। কাজেই আপনার সম্বন্ধে অন্যের অজ্ঞতাপ্রসূত কথা যেন আপনার সম্বন্ধে আপনার নিজের জ্ঞানের উপর বিজয়ী না হয় (অর্থাৎ যে গুণ ও যোগ্যতা আপনার মধ্যে নেই বলে আপনার জানা অন্যেরা আপনার মধ্যে সেই গুণ ও যোগ্যতা আছে বলে আপনার মিথ্যা প্রশংসা করলে আপনি তাতে খুশী ও প্রলুব্ধ হবেন না)। মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে ও আপনাকে রক্ষা করেন- যাতে আমরা আল্লাহ্র পাপ গোপন রাখার কথা দ্বারা প্রতারিত না হই, অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে উৎফুল্ল না হই, আল্লাহ তা‘আলা আমাদের উপর যা কিছু ফরয করেছেন তা পালনে পিছপা না হই বা কোন ত্রুটি না করি এবং খেয়ালি মন-মানসিকতার দিকে যেন ঝুঁকে না পড়ি’। একথা শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, أَعَاذَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ مِنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى ‘আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে রক্ষা করুন’।[৬০]

ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) দো‘আ করতেন আর বলতেন, اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مَنِ اخْتِلَافٍ فِي الْحَقِّ، وَمَنِ

---

৫৯. তিরমিযী হা/৩৫৯১; মিশকাত হা/২৪৭১, সনদ ছহীহ।
৬০. হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১৮।

اتِّبَاعِ الْهَوَى بِغَيْرِ هُدًى مِنْكَ، وَمِنْ سُبُلِ الضَّلَالَةِ، وَمِنْ شُبُهَاتِ الْأُمُوْرِ، وَمِنَ الزَّيْغِ، وَاللُّبْسِ، وَالْخُصُوْمَاتِ 'হে আল্লাহ! আপনার কিতাব আল-কুরআন এবং আপনার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের বরকতে আমাকে ন্যায় ও যথার্থ বিষয়ে মতভেদ, আপনার হেদায়াত ছেড়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ, গোমরাহী, সন্দেহজনক বিষয়াদি, অন্তরের বক্রতা, সন্দেহ ও বাক-বিতণ্ডা থেকে রক্ষা করুন'।[৬১]

দুই. প্রবৃত্তির বিরোধী জিনিস দ্বারা অন্তর পূর্ণ রাখা :

আল্লাহ্র ভালবাসা অন্তরে ভরে রাখলে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের আমল করে গেলে এক সময় অন্তর সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

তিন. আলেম ও আল্লাহভীরুদের সাহচর্য গ্রহণ :

কবি ইবনু আব্দুল কাভী বলেছেন,

وَخَالِطْ إِذَا خَالَطْتَّ كُلَّ مُوَفَّقٍ + مِنَ الْعُلَمَاءِ أَهْلِ التُّقَى وَالتَّسَدُّدِ

يُفِيْدُكَ مِنْ عِلْمٍ وَيَنْهَاكَ عَنْ هَوًى + فَصَاحِبْهُ تُهْدَ مِنْ هُدَاهُ وَتَرْشُدْ

وَإِيَّاكَ وَالْهَمَّازَ إِنْ قُمْتَ عَنْهُ وَالْ + بَذِيِّ فَإِنَّ الْمَرْءَ بِالْمَرْءِ يَقْتَدِيْ

وَلَا تَصْحَبِ الْحَمْقَى فَذُو الْجَهْلِ إِنْ يَرُمْ+صَلَاحًا لِشَيْءٍ يَا أَخَا الْحَزْمِ يُفْسِدْ

'যখন তুমি উঠাবসা করবেই তখন আল্লাহভীরু আলেম ও সঠিক পথের অনুসারী সৎ মানুষের সঙ্গে উঠাবসা করো।

তাতে তুমি যেমন বিদ্যা দ্বারা উপকৃত হবে, তেমনি প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিবৃত্তি লাভ করবে। তুমি এমন মানুষের সঙ্গী হও। দেখবে তার সৎপথের দিশা থেকে তুমি দিশা লাভ করছ।

সাবধান! সাবধান!! অগোচরে নিন্দাকারী অশ্লীল ভাষীর ধারে কাছেও যাবে না। কেননা মানুষ মানুষের অনুসরণ করে।

৬১. ঐ, ৪/২১২।

আর নির্বোধদের সাথে থাকতে যেয়ো না। কেননা হে সাবধানী বন্ধু! নির্বোধ যদি কোন ভাল কিছুও করতে চায় তবুও সে তা বিনষ্ট করে ফেলে'।[৬২]

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করেছেন যা অবলম্বন করলে আল্লাহ্‌র মর্যিতে যে কোন ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তির ছোবল থেকে মুক্তি পাবে। তিনি বলেছেন, 'যদি প্রশ্ন তোলা হয়- যে কুপ্রবৃত্তির মাঝে ডুবে আছে সে কীভাবে তা থেকে মুক্তি পেতে পারে? উত্তরে বলা যায়, আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহায়তায় নিম্নের কাজগুলো তাকে মুক্তি দিতে পারে।-

প্রথম : কুপ্রবৃত্তি বা খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না করতে মন থেকে পাকাপোক্ত সঙ্কল্প করা।

দ্বিতীয় : ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা। যখন মনের মধ্যে প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, তখনই ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে। ধৈর্য হারানো চলবে না।

তৃতীয় : যাতে এক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করা যায় সেজন্য মানসিক শক্তি বাড়াতে হবে। বলবীর্যতা তো আসলে সময়মত ধৈর্যের সাথে টিকে থাকার নাম। আর বান্দা ধৈর্যের মাধ্যমে যে জীবন-জীবিকা লাভ করে তাই উত্তম।

চতুর্থ : কামনা-বাসনার অনুসরণ না করলে ভবিষ্যতে যে শুভ পরিণতি অপেক্ষা করছে তা ভেবে দেখা এবং ধৈর্যের দাওয়া দ্বারা আরোগ্য লাভ করা।

পঞ্চম : প্রবৃত্তির আনুগত্য করলে তাৎক্ষণিক স্বাদ হয়তো মিলবে। কিন্তু সেজন্য কী পরিমাণ খেসারত ও যন্ত্রণা পোহাতে হবে তা লক্ষ্য করা।

ষষ্ঠ : আল্লাহ তা'আলার নিকট তার অবস্থান আর মানুষের মনে তার যে জায়গা আছে তা বহাল রাখতে সচেষ্ট হওয়া। খেয়াল-খুশীমত চলা থেকে এটা তার জন্য অনেক উত্তম ও উপকারী।

সপ্তম : পাপের স্বাদ থেকে চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও পাপ থেকে দূরে থাকার স্বাদকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

---

৬২. আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ৩/৩০৪।

অষ্টম : সে যে তার প্রবৃত্তি নামক শত্রুকে পরাস্ত ও তাকে পদানত করতে পেরেছে সেজন্য আনন্দিত হওয়া। এজন্যও আনন্দিত হওয়া যে তার শত্রু নিজের ব্যর্থতার জন্য ক্রোধ ও দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত হয়ে ফিরে গেছে। তার থেকে সে তার আশা পূরণ করতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলাও চান বান্দা যেন তার শত্রুকে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত করার মত আমল করে। আল্লাহ কুরআনুল কারীমে বলেছেন, وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ 'এমন কোন স্থানে তারা যাবে, যেখানে যাওয়ায় কাফিরদের তাদের উপর ক্রোধ সৃষ্টি হবে এবং শত্রুদের কাছ থেকেও যুদ্ধলব্ধ গণীমত হিসাবে তারা কিছু লাভ করবে। মূলতঃ এর প্রতিটি কাজের বদলে তাদের জন্য নেক আমল লেখা হবে' *(তওবা ৯/১২০)*। প্রিয়জনের শত্রুকুলকে ক্ষেপিয়ে তোলা ও ক্ষুব্ধ করে তোলা সত্যিকারের মহব্বতের লক্ষণ।

নবম : প্রবৃত্তির বিরোধিতা করলে দুনিয়াতেও সম্মান মিলবে, আখিরাতেও সম্মান মিলবে, প্রকাশ্যেও ইযযত লাভ হবে, গোপনেও ইযযত লাভ হবে। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে সর্বত্রই ধ্বংস ডেকে আনবে, প্রকাশ্যেও সে অপদস্থ হবে অপ্রকাশ্যেও অপদস্থ হবে। এসব কথা মনে করে এবং জেনে বুঝে সকলকে প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে বরং বিরোধিতায় সচেষ্ট হ'তে হবে।[৬৩]

প্রশংসনীয় প্রবৃত্তি ও নিন্দনীয় প্রবৃত্তি :

খেয়াল-খুশী মাত্রেই যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনি তার সবটাই প্রশংসনীয়ও নয়। এক্ষেত্রে বাড়াবাড়িটাই নিন্দনীয়। সুতরাং উপকার বয়ে আনা ও অপকার প্রতিরোধ করার উপর বেশী যা কিছু করা হবে তাই হবে নিন্দনীয়। এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কামনা-বাসনাও আছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রিয়। আর তা তখনই হবে যখন মন তাই কামনা করবে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রিয়।

৬৩. রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৭১-৪৭২।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে সমস্ত মহিলা নিজেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিয়ের জন্য তাঁর সামনে প্রস্তাব পেশ করত আমার মনের মধ্যে তাদের জন্য একরকম অস্বস্তি কাজ করত। আমি বলতাম, একজন মেয়ে মানুষ কি এভাবে নিজেকে দান করতে পারে? তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ 'তুমি ইচ্ছে করলে তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজের কাছ থেকে দূরে রাখতে পার, আবার যাকে ইচ্ছা নিজের কাছে স্থান দিতে পার। যাকে তুমি দূরে রেখেছিলে তাকে যদি পুনরায় তুমি নিজের কাছে রাখতে চাও তাতেও তোমার কোন দোষ হবে না' *(আহযাব ৩৩/৫১)*। তখন আমি মনে মনে স্বগতোক্তি করলাম, আমার মনে হয় আমার প্রভু দ্রুতই আমার কামনার অনুকূলে সাড়া দিয়েছেন'।[৬৪]

নবী করীম (ছাঃ)ও কিছু কিছু জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করতেন। আল্লাহ তা'আলা তার আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে কুরআনের আয়াত নাযিল করতেন। এতে করে বুঝা যায়, মন যা কামনা করে তার কতক প্রশংসনীয়। নবী করীম (ছাঃ)-এর কামনার মধ্যে ছিল, বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন করা। এর কারণ সম্পর্কে আলেমগণ বলেছেন নবী করীম (ছাঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর কিবলার অনুসরণ করতে মনে মনে কামনা করতেন।[৬৫]

আবু বারযা নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِيْ بُطُوْنِكُمْ وَفُرُوْجِكُمْ وَمُضِلاَّتِ الْفِتَنِ 'আমি কেবলই তোমাদের ক্ষেত্রে তোমাদের পেট তথা পানাহার ও জননেন্দ্রিয়ের অবৈধ সম্ভোগ এবং শরী'আত বিরুদ্ধ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার ভয় করি'।[৬৬]

---

৬৪. বুখারী হা/৪৭৮৮।
৬৫. তাফসীরে ত্বাবারী ২/২২ পৃঃ।
৬৬. আহমাদ হা/১৯৭৮৮; ছহীহ তারগীব হা/৫২, সনদ ছহীহ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিন্তু তাঁর উম্মতের জন্য সব রকম কামনার ভয় করেননি। বরং তিনি কেবল ভয় করেছেন পথভ্রষ্টকারী কামনা-বাসনার। কারণ কামনা-বাসনা কখনো কখনো পথভ্রষ্টকারী হয়ে থাকে। এরূপ কামনা-বাসনা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং দ্বীন-ধর্মকে বিনষ্ট করে দেয়। কিন্তু যে কামনা-বাসনা পথভ্রষ্ট করে না তাতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাই সে সম্পর্কে সতর্ক করেননি। কিন্তু নিন্দনীয় কামনা-বাসনাই অধিকহারে প্রচলিত। এজন্যই আমরা অনেক আয়াত, হাদীছ এবং পূর্বসূরি ছাহাবী, তাবেঈগণের ও তাঁদের পরবর্তীদের কথায় সাধারণভাবে কামনা-বাসনার নিন্দা দেখতে পাই। এখানে অবশ্যই ওগুলো দ্বারা নিন্দনীয় কামনা বুঝানো হয়েছে, সাধারণভাবে সব কামনা ও খেয়াল-খুশী নয়।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, ‘কামনা-বাসনা ও লালসার অনুগামী লোকেরা বেশির ভাগই উপকার লাভের মাত্রা পর্যন্ত এসে থামে না; বরং সীমালংঘন করে। তাই সাধারণভাবে এর ক্ষতিকারিতার কারণেই কামনা ও লালসার নিন্দা করা হয়েছে। খুব কম লোকই এক্ষেত্রে ইনছাফ বজায় রাখতে পারে বা ইনছাফের পর্যায়ে এসে থামতে পারে। এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর গ্রন্থে যেখানেই কামনা বা প্রবৃত্তির কথা বলেছেন, সেখানেই তার নিন্দা করেছেন। হাদীছেও তা নিন্দনীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, ক্ষেত্র বিশেষে শর্তযুক্তভাবে তার প্রশংসা এসেছে’।[৬৭]

হাদীছে যে কামনার নিন্দা করা হয়নি তা যেমন ইতিপূর্বে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, তেমনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হাদীছেও এসেছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ মুমিন হ’তে পারবে না যে পর্যন্ত না তার কামনা-বাসনা আমি যে দ্বীন নিয়ে এসেছি তার অনুগত হয়’।[৬৮]

হাদীছ হ’তে বুঝা যায়, কিছু কামনা প্রশংসনীয়। আর তা হ’ল সেসব কামনা যেগুলো শরী‘আতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)

৬৭. রওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৬৯ (ঈষৎ পরিবর্তন সহ)।
৬৮. নববী, শারহুস সুন্নাহ; মিশকাত হা/১৬৭, আলবানী, সনদ যঈফ।

হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিন বদর যুদ্ধ হ'ল, সেদিন বন্দীদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে বলেছিলেন, مَا تَرَوْنَ فِيْ هَؤُلاَءِ الأُسَارَى 'এসব বন্দীদের বিষয়ে আপনাদের অভিমত কী'? তখন আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন, يَا نَبِيَّ اللهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيْرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُوْنُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلاَمِ 'হে আল্লাহ্র নবী! তারা তো আমাদেরই চাচাত ভাই ও জ্ঞাতি লোক। আমি মনে করি, মুক্তিপণ নিয়ে আপনি ওদের ছেড়ে দিন। মুক্তিপণের অর্থ কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি জোগাবে। আর এ লোকগুলোকেও আল্লাহ ভবিষ্যতে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় দিতে পারেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুনরায় বললেন, مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ 'হে খাত্ত্বাবের সন্তান ওমর! তোমার অভিমত কী'? আমি বললাম,

لاَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَرَى الَّذِيْ رَأَى أَبُوْ بَكْرٍ وَلَكِنِّيْ أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيْلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنِّيْ مِنْ فُلاَنٍ- نَسِيْبًا لِعُمَرَ- فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهَوِىَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ-

'না, আল্লাহ্র কসম! আবুবকর যেমন ভাবছেন আমি তা মনে করি না। বরং আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আপনি ওদেরকে আমাদের হাতে দিন, আমরা ওদের গর্দান উড়িয়ে দেই। আকীলকে দিন আলীর হাতে সে তার গর্দান উড়িয়ে দিক। আমার হাতে দিন অমুককে (ওমরের বংশীয়) আমি তার ঘাড় নামিয়ে দেই। এসব লোক তো কাফিরদের বড় বড় নেতা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকরের ইচ্ছেমত কাজ করলেন। আমি যা বললাম সে মত অনুযায়ী করলেন না'।[৬৯]

---

৬৯. মুসলিম হা/১৭৬৩; ইবনু হিব্বান হা/৪৭৯৩।

দেখুন দয়াল নবী (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ)-এর কথা ও ইচ্ছার দিকে ঝুঁকলেন। কারণ এতে তিনি ইসলামের কল্যাণ দেখেছিলেন। এটা ছিল প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত। নবী করীম (ছাঃ) নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীতে ওমর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তকে সঠিক আখ্যা দিয়ে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল।

শেষ কথা :

খেয়াল-খুশী বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা একটি আয়াসসাধ্য কষ্টকর ব্যাপার। এ সংগ্রামে দেহ-মন উভয়কে কষ্টের বোঝা বইতে হয়। তবে এ সংগ্রামের পরিণাম হয় খুবই সুন্দর এবং ফলাফল হয় খুবই মর্যাদার। তাই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া থেকে দুর্বলচেতা অসুস্থ মন-মানসিকতার লোকেরা ছাড়া আর কেউ-ই পিছপা হয় না। কবি আবুল আতাহিয়া বলেন,

أَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوَى + وَمَا كَرَّمَ الْمَرْءَ إِلاَّ التُّقَى

‘কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই (সংগ্রাম) সবচেয়ে কঠিন জিহাদ। আর তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতিই কেবল মানুষকে মহিমান্বিত করে’।

আরেক কবি বলেছেন,

صَبَرْتُ عَلَى الْأَيَّامِ حَتَّى تَوَلَّتِ + وَأَلْزَمْتُ نَفْسِيْ صَبْرَهَا فَاسْتَمَرَّتِ

وَمَا النَّفْسُ إِلاَّ حَيْثُ يَجْعَلُهَا الْفَتَى + فَإِنْ أُطْمِعَتْ تَاقَتْ وَإِلاَّ تَسَلَّتِ

‘আমি কালের কুটিলচক্রের শিকার হয়ে বিপদে ধৈর্য ধরেছি। ফলে এক সময় বিপদ কেটে গেছে। আমি আমার মনকে ধৈর্যের উপর অবিচল রেখেছি, ফলে সে ধৈর্য ধারণ করেই গেছে।

আসলে মন তো সেখানেই থাকে যেখানে মানুষ তাকে রাখে। যদি মনের সামনে লোভ ধরিয়ে দেওয়া হয় তাহ'লে সে লোভের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। নতুবা সে শান্ত থাকে'।[৭০]

প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার সবচেয়ে বড় আলামত হ'ল পার্থিব জীবনের সাজসজ্জা ও চাকচিক্য থেকে দূরে থাকা। মালিক বিন দীনার (রহঃ) বলেন, مَنْ تَبَاعَدَ مِنْ زُهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَذَلِكَ الْغَالِبُ لِهَوَاهُ 'যে দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য ও আড়ম্বর থেকে দূরে থাকবে, সেই তার কামনা-বাসনাকে পরাস্ত কারী হবে'।[৭১]

প্রবৃত্তি সব মানুষের মধ্যেই অনুপ্রবেশ করে। শুধুই নাদান-মূর্খ কিংবা শিশুদের মধ্যেই নয়; বরং আলেম-ওলামা, বিদ্বান, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলের মধ্যেই তা প্রবেশ করে। জনৈক বিজ্ঞজন বলেছেন, অভিজ্ঞ জ্ঞানী-গুণীজনেরও পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে তার সিদ্ধান্ত যাতে প্রবৃত্তির প্রেক্ষিতে না হয় সেজন্য'।[৭২]

সুতরাং কারো জন্য এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, আমি তো আমার প্রবৃত্তির অনুসরণ করি না, সুতরাং প্রবৃত্তির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে যেসব কথা এসেছে তা আমার বেলায় প্রযোজ্য নয়। মানছূর আল-ফকীহ বলেছেন,

إِنَّ الْمَرَائِيَ لاَ تُرِيْكَ + خُدُوْشَ وَجْهِكَ فِيْ صَدَاهَا

وَكَذَاكَ نَفْسُكَ لاَ تُرِيْكَ + عُيُوْبَ نَفْسِكَ فِيْ هَوَاهَا

'আয়না জংধরা বা ময়লাযুক্ত হ'লে তাতে তোমার মুখের দোষ ধরা পড়বে না। অনুরূপভাবে প্রবৃত্তির মাঝে মজে থাকলে তুমি তোমার নিজের ভিতরকার দোষ-ত্রুটি দেখতে পাবে না'।[৭৩]

---

৭০. যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ১৪৩।
৭১. হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৬৪।
৭২. বাহজাতুল মাজালিস ওয়া উনসুল মাজালিস, পৃঃ ১৭১।
৭৩. আবু উবায়েদ আল-বিকরী, ফাছলুল মাকাল ফি শারহি কিতাবুল আমছাল, পৃঃ ২৭৫।

বরং যিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান, ধার্মিক ও সবচেয়ে বড় বিদ্বান বলে পরিচিত তাঁর মধ্যেও কখনো কখনো প্রবৃত্তি অনুপ্রবেশ করে। তাই মহামহিম আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন প্রবৃত্তির উপায়-উপকরণ থেকে আমাদের হেফাযত করেন। নিকৃষ্ট আচার-আচরণ থেকে আমাদের ফিরিয়ে রাখেন এবং আমাদেরকে ভাল কাজের তাওফীক দেন। আর আল্লাহ তা'আলা করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ, সঙ্গী-সাথীদের সকলের উপর।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

***

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০২	আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৩	ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৪	নবীদের কাহিনী-১ ও ২	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৫	নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)]	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৬	তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৭	ফিরক্বা নাজিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৮	ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৯	জিহাদ ও ক্বিতাল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১০	হাদীছের প্রামাণিকতা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১১	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১২	সমাজ বিপ্লবের ধারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৩	তিনটি মতবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৪	জীবন দর্শন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৫	দিগদর্শন-১ ও ২	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৬	দাওয়াত ও জিহাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৭	আরবী ক্বায়েদা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৮	আক্বীদা ইসলামিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৯	মীলাদ প্রসঙ্গ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২০	শবেবরাত (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২১	আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২২	উদাত্ত আহ্বান	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৩	নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৪	মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৫	হজ্জ ও ওমরাহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৬	ইনসানে কামেল (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৭	তালাক ও তাহলীল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৮	ছবি ও মূর্তি (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৯	ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩০	হিংসা ও অহংকার	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩১	বিদ‘আত হতে সাবধান (আরবী) -শায়খ বিন বায	অনু : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩২	নয়টি প্রশ্নের উত্তর (আরবী) -শায়খ আলবানী	অনু : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩৩	Salatur Rasool (sm)	Muhammad Asadullah Al-Ghalib
৩৪	Ahle hadeeth movement What & Why?	Muhammad Asadullah Al-Ghalib
৩৫	Interest	Shah Muhammad Habibur Rahman

Contents

৩৬	আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী	মাওলানা আহমাদ আলী
৩৭	সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী	শেখ আখতার হোসেন
৩৮	আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ	অনু : আহমাদুল্লাহ
৩৯	একটি পত্রের জওয়াব	আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী
৪০	কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল (আরবী) -আলী খাশান	অনু : ড. মুযযাম্মিল আলী
৪১	সূদ	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
৪২	ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য	ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
৪৩	মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
৪৪	ধর্মে বাড়াবাড়ি (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান	অনু : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
৪৫	ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান	অনু : আব্দুল মালেক
৪৬	যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ	অনু : আব্দুল মালেক
৪৭	নেতৃত্বের মোহ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ	অনু : আব্দুল মালেক
৪৮	মুনাফিকী -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ	অনু : আব্দুল মালেক
৪৯	শিশুর বাংলা শিক্ষা	শামসুল আলম
৫০	ইহসান ইলাহী যহীর	নূরুল ইসলাম
৫১	ছহীহ কিতাবুদ দো'আ	মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
৫২	সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি	মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
৫৩	অসীম সত্তার আহ্বান	রফীক আহমাদ
৫৪	আল্লাহ ক্ষমাশীল	রফীক আহমাদ
৫৫	জাগরণী	আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী
৫৬	হাদীছের গল্প	গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা.
৫৭	গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান	ঐ
৫৮	জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র)	ঐ
৫৯	ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (ঐ)	ঐ
৬০	প্রচলিত মুহাররম পর্ব ও ইসলাম (প্রচারপত্র)	ঐ
৬১	যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন (ঐ)	ঐ
৬২	আহলেহাদীছ কখনো জঙ্গী নয় (ঐ)	ঐ
৬৩	কোয়ান্টাম মেথড : একটি শয়তানী ফাঁদ (ঐ)	ঐ
৬৪	পর্ণোগ্রাফী নিষিদ্ধ করুন! (ঐ)	ঐ
৬৫	জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মাসিক 'আত-তাহরীক'-এ প্রকাশিত কতিপয় ফৎওয়া (ঐ)	ঐ
৬৬	জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা	প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
৬৭	শারঈ ইমারত (উর্দূ)	অনু : নূরুল ইসলাম
৬৮	প্রবৃত্তির অনুসরণ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ	অনু : আব্দুল মালেক